APR 28 2002

ভোরের কাগজ

জার্মানিতে হাইস্কুলে বহিঃষ্কৃত ছাত্রদের গুলিবর্ষণ, শিক্ষকসহ ১৮ নিহত

জার্মানির এরফুর্ট নামে একটি শহরে একটি স্কুলে এক সাবেক ছাত্রের গুলিবর্ষণের ঘটনায় শিক্ষকসহ ১৭ জন নিহত হয়েছে। বন্দুকধারী ছাত্রটি এ হত্যাযজ্ঞ চালানোর পর নিজেকে গুলি করে আত্মহত্যা করে। এ মর্মান্তিক ঘটনায় গোটা জার্মানিতে শোকের ঢল নেমেছে। এ জাতীয় ঘটনার প্রকৃত কারণ খুঁজে ফিরছে তারা। এ ঘটনায় গতকাল জার্মান পার্লামেন্ট ভবনে পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয়। রয়টার।

বার্লিন থেকে ৩২০ কিলোমিটার দক্ষিণে মফস্বল শহর এরফুর্টের জোহান গুটেনবার্গ জিমনেশিয়াম স্কুলে গত শুক্রবার মুখোশে মুখ ঢেকে ও কালো কাপড় পরিহিত ১৯ বছর বয়সী এক তরুণ প্রবেশ করে করিডোর ও শ্রেণীকক্ষে শিক্ষক ও ছাত্রদের লক্ষ্য করে এলোপাতাড়ি গুলিবর্ষণ করতে থাকে। আততায়ী শিক্ষক ও ছাত্রদের স্কুলের বিভিন্ন তলায় ধাওয়া করতে তাকে। তার গুলিতে ১৪ জন শিক্ষক, ২ জন ছাত্র ও ১ জন পুলিশ মারা যায়। পরে তরুণটি নিজের মাথায় গুলি করে আত্মহত্যা করে। এ ঘটনায় ৬ জন আহত হয়েছে।

ঐ স্কুলের ছাত্র টমাস রেথফেল্ড ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে বলে, 'করিডোরের সর্বত্র লাশ পড়ে আছে।' গুলিবর্ষণ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রেথফেল্ডের শিক্ষিকা দরজা খুলে শ্রেণীকক্ষ থেকে বেরুতে গিয়ে মাথায় গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হয়েছেন। পুলিশ না আসা পর্যন্ত ছাত্ররা ক্লাসরুমের দরজা-জানালা লাগিয়ে নিজেদের অবরুদ্ধ করে রাখে।

রেথফেল্ড শিহরিত কণ্ঠে বলেন, 'এরফুর্টের মতো জায়গায় এরকম ঘটনা ঘটতে পারে, তা আমি চিন্তাও করতে পারিনি। আমার মনে হচ্ছিল, কোনো মারদাঙ্গা সিনেমা দেখছি। আমি ভেবেছিলাম এরকম ঘটনা শুধু আমেরিকাতেই ঘটতে পারে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, আততায়ী সাবেক ছাত্রটির হাতে একটি পিস্তল ও একটি শটগান ছিল। প্রায় ১০ মিনিট ধরে সে স্কুলের বিভিন্ন তলায় ছুটে বেরিয়ে হত্যাযজ্ঞ চালায়। পুলিশ জানায় তারা আততায়ীর লাশের কাছে ৫০০ রাউন্ড গুলি পেয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, তারা আততায়ী ও নিহতদের পরিচয় প্রকাশ করবে না।

এ ঘটনায় জার্মানির রাজনীতিবিদরা গভীর শোক জানিয়েছেন। জার্মান চ্যান্সেলর গেরহার্ড শ্রোয়েডার বলেছেন, এ পৈশাচিক ঘটনায় প্রতিক্রিয়া জানানোর ভাষা তার জানা নেই। বার্লিনে পার্লামেন্ট ভবন ছাড়াও এরফুর্ট শহরের প্রত্যেক বাড়িতে গতকাল অর্ধনমিত পতাকা ওড়ানো হয়।

আততায়ীর নাম না জানা গেলেও স্কুল সূত্রে জানা যায়, কয়েক মাস আগে ঐ স্কুল থেকে তাকে বের করে দেওয়া হয়েছিল। শুধু তাই নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের জন্য দরকারি 'আবিতুর' পরীক্ষা দেওয়ার ব্যাপারেও তার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। তাছাড়া তাকে এক শ্রেণীতে দুবছর থাকতে বাধ্য করা হয়।

ঐ স্কুলের কয়েকটি ছাত্র জানায়, মিথ্যে ওজর দেখিয়ে ফাঁকি দেওয়ার অপরাধে তাকে স্কুল থেকে বের করে দেওয়া হয়েছিল। তবে স্কুলে তার পরীক্ষার নম্বর খারাপ ছিল না।

জার্মানির এরফুর্ট শহরের স্কুলে হত্যাকাণ্ডের পর পুলিশের বিশেষজ্ঞ দল পড়ে থাকা বুলেট সংগ্রহ করছে -ইন্টারনেট